অমৃত বাজার পত্রিকা

৩য় ভাগ } ১৯শে চৈত্র বৃহস্পতিবার সন ১২৭৬ সাল ৩১শে মার্চ্চ ১৮৭০ খৃঃ অব্দ } ৭ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১৯ শে চৈত্র বৃহস্পতিবার

পোষ্ট ফিসের আমলারা ভদ্র কি না ইহা লইয়া একটী তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। অন্যান্য আমলার ন্যায় ইহারা প্রায় ভদ্র বংশোদ্ভূত, অধিকাংশ ইহাদের কেবল ইংরাজিতে কাজ কর্ম্ম করিতে হয়। এমত অবস্থায় তাহাদের ভদ্র লোক কে না বলিবে? কিন্তু তাহা হইলে আবার কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাদিগকে বাবু লেখেন না কেন? অনেকের মনে বিশ্বাস যে অন্য এক জনকে বাবু বলিলে তাহাদের নিজের বাবুত্ব লাঘব হয়। তাই কি?

যশোহরের উকীল বাবু মদনমোহন মজুমদারের বাসার পুষ্করিণীতে ঝিনুকে মুক্ত জন্মাইতেছে। অনেক দিন হইল, এখানে হরনাথ বাবুর পুষ্করিণীতে এক বার ঝিনুকে মুক্ত হয়। আমাদের কবতাক্ষী নদীতেও ঝিনুকে মুক্ত দেখা গিয়াছিল। বিজ্ঞানানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণ যদি গবেষণা দ্বারা কারণ বাহির করিতে পারেন, তবে জলাশয়ে মুক্ত প্রস্তুত করা একটী অর্থকরী ব্যবসায় এদেশে উদ্ভাবিত হইতে পারে। ঝিনুকের অস্বাভাবিক অবস্থা নিবন্ধন মুক্ত জন্মে এবং বোধহয় জলের কোন রূপ প্রাকৃতিক পরি বর্ত্তন দ্বারা এটী হয়। অতএব যেখানে ঝিনুক জন্মে, সেখানকার জল পরীক্ষা করিলে কোন কারণ বাহির হইবার সম্ভব।

যশোহরের কোন এসেসরের বিরুদ্ধে আমরা একখানা পত্র পাইয়াছি। পত্র প্রেরক বলেন, এসেসর বাবু ৫০০ টাকার কম যাহাদের আয় তাহাদিগের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিতেছেন এবং মহারাণীর পুত্রের ব্যয় বলিয়া আর একটী বাব বাহির করিয়া জন সাধারণ প্রায় সকলের নিকট ট্যাকস লইতেছেন। পত্র প্রেরক তাহার নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র না লিখিলে আমরা এসমুদয় সম্বন্ধে পত্র ছাপাইনা, তবে এসেসর বাবু যদি এরূপ অন্যায় কাজ করেন, তবে কর্ত্তপক্ষগণের নিকট জানাইলে অনায়াসে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে।

আমরা শুনিলাম ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাধিকা বাবুকে ইনস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টারের পদ দেওয়া হইয়াছে। পোষ্টাল বিভাগে ভবিষ্যৎ উন্নতির বিলক্ষণ সম্ভবনা আছে, সুতরাং আমরা এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ যে এরূপ একজন সুযোগ্য লোক হারাইলেন, এটি ভারি দুঃখের বিষয়।

আমরা শুনিলাম যশোহরের পুলিসের শেষ বন্দবস্ত সাব্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে যশোহরে একজন ইনেস্পেক্টর ৪ জন সবইনেস্পেক্টর ১৫ হেডকনেষ্টেবল এবং ৭০ জন কনেষ্টেবল কর্ম্মচ্যুত হইবে। এমলিসাহেব এখান হইতে ৪ জন ইনেস্পেক্টর, ৩ জন সবইনেস্পেক্টর, ২০ জন হেডকনেষ্টেবল এবং ১০০ জন কনেষ্টেবল কর্ম্মচ্যুত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। আমরা বার বার বলিয়া আসিয়াছি যে, ইনেস্পেক্টর এত কমাইলে কাজ চলিবেনা। হেডকনেষ্টেবল দ্বারা থানার অল্প বেতনে কাজ চলে বলিয়া আমরা তাহার সংখ্যাও এত কমানে আপত্তি করি এবং আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, কর্ত্তৃপক্ষীয়ারা আমাদের মতানুসারে বন্দবস্ত করিয়াছেন।

যশোহরের কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারি আমাদিগের নিকট এই পত্রখানি পাঠাইয়াছেন।

"আপনারা পূজার পূর্ব্বে হুগলীতে অশ্বত্থ গাছে যে একটী ভূতে পাওয়ার কথা লিখেন সে সম্বন্ধে আমি মহাশয়কে কিছু সংবাদ দিতে পারি, কারণ সম্প্রতি ঐ বিষয়ক কাছারির কাগজ পত্র পাঠ করিয়াছি, আর বালকটীর যখন এজাহার লওয়া হয় তখনও আমি উপস্থিত ছিলাম। বালকটীর বয়ক্রম ১১। ১২ বৎসর, সুস্থ, সুন্দর ও দিব্য বুদ্ধিমান। আপনার ও পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই বালকটীকে হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের কাছারির সম্মুখের অশ্বত্থ বৃক্ষে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায় ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব নানা উপায়ে উহার চৈতন্য করাইয়া জানেন যে উহার বাড়ী যশোহর চাঁদপুরে। সেই নিমিত্ত তিনি থানা কে যশোহরে পাঠাইয়া দেন। যশোহরে আসিয়া সে বলিল যে তাহার বাড়ী চাঁদপুরে। কোন চাঁদপুর তাহা সে জানে না কিন্তু দামড়হুদার নিকটে। এক দিবস তাহার পিতা তাহাকে বলে যে কল্য তাহার সকালে ধান কাটীতে যাইতে হইবে ও সেই নিমিত্ত শিওরে এক খানা কাস্তে রাখিয়া সে নিদ্রা যায়। ইহার মধ্যে যেন কে তাহাকে বলিল, ধান কাটিতে যাবিনা, উঠ। এইকথা শুনে সে উঠে, আর তাহার কিছু স্মরণ হয় না। চৈতন্য পাইয়া দেখে যে সে এক অশ্বত্থ গাছের উপর বসিয়া আছে, তাহার বাক্ কি গতি শক্তি রহিত কিন্তু তাহার অন্যান্য বোধ শক্তি সমুদায় রহিয়াছে। লোকে নিচে কি করিতেছে কি বলিতেছে তাহা সে দেখিতে কি শুনিতে পাইত, কিন্তু নিচের লোকে কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করিত না। সে বলে যে রাত্রে তাহার সম্মুখে চারিটী বাতি জ্বলিত ও তাহার ক্ষুধা হইলেই সম্মুখে মন্দেশের ন্যায় এক রূপ খাদ্য আপনি আপনি আসিয়া উপস্থিত হইত ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলেই অমনি উহা চলিয়া যাইত। এই রূপে সে না কি এক বৎসর ঐ বৃক্ষের উপরে থাকে, পরে লোকে তাহাকে লোকে নামায়। এখানে তাহার বাড়ীর খোঁজ না হওয়ায়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুনরায় তাহাকে হুগলি কেবত পাঠাইবার সংকল্প করিয়া একজন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাকে পাঠান হয়। কনেষ্টবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে সে আর সেই বালকটী জয়ন্তীপুরের বাজারে দিনেদুই প্রহরের সময় বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় একটী ঘুর্ণাবায়ু ও একটী মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়, ও একটু পরে দেখে যে বালকটী ওখানে নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই রিপোর্ট অবিশ্বাস করিয়া সারসার থানার সব ইনস্পেক্টরকে ইহার অনুসন্ধান করিতে দেন। সবইনেস্পেক্টরও ঐ রূপ রিপোর্ট করেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেসাহেব ইহাও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে ৮ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।"

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস।

যশোহর স্কুলের জগবন্ধু বাবু ও তাঁহার সহকারি, চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির কৃত কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। কবির রাজা চণ্ডি দাস ও বিদ্যাপতি। আমাদের যত দূর জানা আছে এ উভয়ের তুল্য কবি ভূম ণ্ডলে পাওয়া ভার। জগবন্ধু বাবু তাহার পুস্তক খানি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন ও আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে তাঁহারা প্রকৃত দেশের একটী মহোপ কার করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। আইজ কালি মধু বাবু আমাদের দেশের প্রধান কবি, কিন্তু তাঁহার কবিত্বে বিলাতি সা-মগ্রী মিশান, ভারতচন্দ্রের অনেক গোঁড়া আছেন কিন্তু ভারতের কবিতার সহিত যদি আখ্যায়িকা সংশ্লিষ্ট না থাকিত তবে তাঁহার শুদ্ধ কবিত্বের মাধুরিতে তিনি এরূপ খ্যাতাপন্ন হইতে পারিতেন না পারিতেন সন্দেহ, কিন্তু চণ্ডিদাস ও বিদ্যা পতির কবিতা শুদ্ধ বাঙ্গালি, ও শুদ্ধ ভাবময়। কৃষ্ণলীলা এত মধুর কেবল তাঁ হারাই করিয়াছেন, প্রেম পদার্থ কি তাহা তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড ক রিয়া মনুষ্যকে দেখাইয়াছেন, ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহারা অনেক সুরস মিশাইয়াছেন। অদ্যাপি যে আমরা ঢপ ও কীর্ত্তন শুনিয়া এত মোহিত হই তাহার কারণ যে এই সমুদায় গীতে তাঁহাদের স্বজিত রস বিন্দু মিশান হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের কবিতাতে আধুনিক ঢপ গায়কেরা শব্দ চাতুরী, অনুপ্রাস প্রভৃতি মিশাইয়া উহা সম্পূর্ণ রূপ বিকট করিতে পারেন নাই. আগুণ, বেগুণ, গুণ এই সমুদায় শব্দ রাশির মধ্যে মাঝে মাঝে এরূপ একটী উজ্জ্বল ভাব দৃষ্টি গোচর হয় যে তাহাতে এ শব্দ রাশি ঢাকিয়া ফেলে ও নিশ্চিত জানিবেন যে এসমুদায় প্রাচীন কবিদিগের সৃষ্টি।

জগদ্বন্ধু বাবু নিজে এক জন কবি, ঘোর পরিশ্রমী, ও তাঁহার অনুসন্ধান ইংরাজ দিগের ন্যায়। আমাদের বিশ্বাস যে তিনি এই পুস্তক সংগ্রহ করিতে যে রূপ অনুসন্ধান বিচার শক্তি প্রভৃতি গুণ প্রদর্শন দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার সংগ্রহ পুস্ত ক ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুস্তক চির কাল থাকিবে। অর্থাভাবে তিনি পুস্তক মুদ্রাংকন করিতে পারিতেছেন না। আমরা ভরসা করি কবিতা রসিক ব্যক্তিগণ মাত্রে তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন। তিনি পুস্তকের মূল্য, স্বাক্ষরকারীর প্রতি এক টাকা ধরিয়াছেন। সে অন্যায় ধরা হ ইয়াছে, বেশী ধরা উচিত ছিল!

কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ।

সটক্লিফ ও অটিকিন্সন সাহেবের যত্নে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কলেজ প্রেসিডেন্সিতেও উচ্চ শ্রেণিস্থ অতি অল্প সংখ্যা লোক পাঠ করিয়া থাকেন। এবার বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট দেখিবেন যে, বিশ্ব বিদ্যালয়ে যে সমুদায় ছাত্র প্রবেশ করি য়া থাকেন, তাঁহারা কোন শ্রেণিস্থ লোক ও এই নিমিত্ত নূতন একটী ফারম প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রেবেশিকা পরীক্ষার্থী কোন শ্রেণিস্থ লোক ও তাঁহার কর্ত্তার বার্ষিক আয় কত এই ফারমে তাহা লি খিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা প্রবেশ করিতে চান, তাঁহারা কি জাতি। আমাদের দেশে বিদ্যা, ধন কি ক্ষমতা লইয়া পদ নয়, জাতি লইয়া, অতএব গবর্ণমেণ্ট যেমন ইংরাজ দিগের পদ্ধতি লইয়া ধনানুসারে শ্রেণী বিলি করিতেছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে এত দ্দেশীয় পদ্ধতি লইয়াও শ্রেণী বিলি করা কর্ত্তব্য। তবে মাঝে মাঝে দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ ও শুদ্র বলিয়া বিলক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ ব্রাহ্মণ আছে যাহাদের জল শুদ্রে পান করে না, আর কায়স্থও শুদ্র ও মুচিও শুদ্র। আইজ কালি একজন বাঙ্গালি শিক্ষা বিভাগে ইনস্পেক্টর আছেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই এইরূপ শ্রে ণী বিলি পদ্ধতি প্রচলিত করিতে পারেন।

আমাদের সম্মুখে আর বৎসরের এডুকেসন রিপোর্ট রহিয়াছে। আমরা পরিশ্রম করিয়া উহা হইতে এরূপ একটা তালিকা বাহির করিতে পারি কি না। পদবী দেখিয়া কোন জাতি নির্ণয় করা অস ম্ভব, কেহ কেহ নামের শেষে তাহাদের পদ বী ব্যবহার না করিয়া উপাধি ব্যবহার করে ন, যেমন রায়, চৌধুরী, মজুমদার ইত্যাদি। চৌধুরী, মেড়ুয়া বেদের মধ্যেও আছে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও আছে। আবার ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতির পদবীর ঠিক নাই। সেন পদবী কায়স্থের, বৈদ্যের, বণিকেরও আছে, দত্তের ঐ রূপ। কিন্তু বণিক কি বারুই, কি আষুরী কি সদগোপ যাহাদের মধ্যেই কায়স্থের পদবী অধিক ব্যবহৃত হয়, অতি অল্প সংখ্যাই উচ্চতর স্কুলে কি কালেজে পাঠ করিয়া থাকেন, এত অল্প যে তাহা গণনার মধ্যে না ধরিলে তত আইসে যায় না। বিশ্ববিদ্যা লয়ের এক শত মিত্রের মধ্যে যে একটী বারুই আছেন, তাহাও সন্দেহ, মোটে কোন বারুই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন তাহাও আমরা জানিনা।

প্রথমতঃ আমাদের দেশে এই তিন বৎসরে তিন জনে প্রেম চাঁদের বৃত্তি পাইয়াছেন, বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, বাবু আনন্দ মোহন বসু ও বাবু গৌরি সঙ্কর দে অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন কায়স্থ। আমাদের সম্মুখে যে আর বৎসরের রিপোর্ট রহিয়াছে, তাহা দ্বারাও দেখি তেছি যে অনর পরীক্ষায় যিনি প্রথম ক্লাসের হইয়াছেন, তাহার নাম জগবন্ধু দত্ত, ইনিও কায়স্থ। বিএ পরীক্ষায় যিনি প্রথম হইয়াছেন তাঁহার নাম বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র মিত্র, ইনিও কায়স্থ। এল, এ পরী ক্ষায় যিনি প্রথম হন, তাঁহার নাম বাবু ঈশান চন্দ্র বসু ইনিও কায়স্থ। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বাবু মহেন্দ্র নাথ মিত্র প্রথম হন ও ইনিও কায়স্থ। উপরে যে রূপ তালিকা দেওয়া গেল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, কায়স্থেরা অন্যান্য বর্ণাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও কায়স্থের মধ্যে বসু ও মিত্র সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি করিয়াছেন। কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ সর্ব্ব প্রধান ছি-লেন অতএব তাহাদের একটু সতর্ক হও য়া উচিত, আর ব্রাহ্মণেরা সকল বর্ণের গুরু, সেখানে হয় তাঁহারা কায়স্থের তুল্য ইহা স্বীকার করুন, নতুবা কার্য্যে তাঁহা দের প্রধানত্ব দেখান।

আবার ঐ বৎসর প্রথম শ্রেণীতে যে ক য়েক জন বি এ পাস হইয়াছেন তাহার মধ্যে ৭।৮ জন কায়স্থও ৪। ৫ জন ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়শ্রেণীতে যাহারা পাস হয়েন তাহা দের সংখ্যা এই রূপে দেওয়া যাইতে পারে যথা বসু ৭, মিত্রী, ঘোষ ৬, মুখোপাধ্যা য় ৪, বন্দ্যোপাধ্যায় ৪, দত্ত ৩, চট্টোপা ধ্যায় ২ ও গঙ্গোপাধ্যায় ২ জন। এখা নেও কায়স্থের ও কায়স্থের প্রধান তিন বংশের জিত।

ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী তে তিন জন কায়স্থ ও তিন জন ব্রা হ্মণ পাস হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্ব প্রথম যিনি তিনি কায়স্থ তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই পরীক্ষায় একজন মুসলমান প্রথম শ্রে ণীতে পাস হইয়াছেন। বিএর মধ্যেও একজন মুসলমানের নাম দেখিলাম। ফার্ষ্টআর্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে দে-খিলাম মুখোপাধ্যায় ৮ জন, ঘোষ ৮ জন, মিত্র ৫ জন, দত্ত ৫ জন, দে ৫ জন, চট্টোপাধ্যায় ৩ জন, বসু ২ জন, বন্দ্যো পাধ্যায় ২ জন, ঘোষাল ২ জন ও গঙ্গো

পাধ্যায় ১ জন পাস হইয়াছেন। এই পরীক্ষায়ও কায়স্থ দিগের সম্পূর্ণ রূপে প্রাধান্য থাকিতেছে। আবার এই পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীর ফল আর এক রূপ। এখানে দেখিতেছি বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ বসু ৬ চট্টোপাধ্যায় ৬ মুখোপাধ্য ৫ মিত্র ৪ দে ৩ ও দত্ত ঘোষ ও গঙ্গো সকলে এক এক জন। ইহাতেও কায়স্থ দিগের প্রাধান্য সপ্রমাণ হইতেছে। এ দেশে কায়স্থ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সংখ্যা যে অধিক তাহার প্রতি আমাদের অতি কম সন্দেহ পরীক্ষ দিতেও যে কায়স্থ অপেক্ষা কম সংখ্যক ব্রাহ্মণ যান নাই তাহাও তৃতীয় শ্রেণীর ফল দেখিয়া বোধ হইতেছে।

আর একটী দেখাইয়াই এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। সিনিয়ার স্কলারের মধ্যে যাঁহারা ফার্ষ্ট গ্রেডের স্কলারসিপ পাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ঈশানচন্দ্র বসু ও ইহার নাম একবার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রেডের ছাত্র বৃত্তি যাঁহারা পাইয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান রমাসথা ঘোষ। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র বৃত্তি যিনি কলিকাতা সর্কেলে পাইয়াছেন তাঁহার মধ্যে প্রধান হরিচরণ মিত্র। যিনি হুগলী সর্কেলে পাইয়াছেন তাঁহার মধ্যে প্রধান বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ। কৃষ্ণনগর সর্কেলে যিনি প্রধান তাঁহার নাম বৈদ্যনাথ বসু। (কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মণেরি জেলা)। বহরমপুর সর্কেলের প্রধান চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ঢাকা সর্কেলের গোবিন্দচন্দ্র বসাখ ও পাটনা সর্কেলের ভগবতী চরণ মিত্র। অতএব এই সমুদায় ছাত্র বৃত্তি এই রূপ বিলি হইয়াছে।

বসু	২ টী
ঘোষ	২ টী
মিত্র	২ টী
মুখো	১ টী

অর্থাৎ ৭ টীর মধ্যে কায়স্থের প্রধান তিন বংশে ছয়টী ও ব্রাহ্মণ একটী ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছেন।

উপরের যে তালিকা দেওয়া গেল, সে কেবল এক বৎসরের রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত; অতএব উহার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা যায় না, কিন্তু তবু উহার দ্বারা অনেকটা জানা যাইতে পারে। পাঠকগণ মনে মনে ভাবিতে পারেন যে আমরা কায়স্থদিগের পক্ষে টানিয়া লিখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, যে তর্ক অঙ্কপাত করিয়া করা যায় তাহাতে টানা টানি চলে না। আর, আর বৎসরের রিপোর্টও আমরা বাছিয়া লই নাই, এবং ফল যে এ রূপ হইবে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। যত দিবস ভাল করিয়া আমাদের জন সংখ্যা না লওয়া হইবে, তত দিবস আমাদের এই রূপ কুজ্ঝটিকার মধ্যে দিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে। জন সংখ্যা যে আমাদের দেশে ভাল করিয়া লওয়া হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ, এপর্য্যন্ত ত লওয়া হয় নাই। জন সথ্যায় শ্রেণী বিলি ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারেই এপর্য্যন্ত হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ ব্যবসায়ানুসারে ধনানুসারে ও ধর্ম্মানুসারে, কিন্তু এ দেশের শ্রেণীর বিলি জাত্যনুসারেও করা উচিত। তাহা হইলে আমাদের উপকারের সম্ভাবনা, কারণ সামাজিক বিজ্ঞান জন সংখ্যার উপর অনেক নির্ভর করে।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য।

আয় অনুসারে আয় কর, সুতরাং যে দেশে যত আয় সে দেশ তত ইনকম ট্যাকসের উপযুক্ত। ইংলণ্ডের ন্যায় ধনী দেশ পৃথিবীতে নাই, আবার ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশও পৃথিবীতে নাই, সেখানে যে ইনকম ট্যাক্স ইংলণ্ডে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে আর এখানে অকৃতকার্য্য হইবে তাহা বুঝা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে কোন ভদ্র লোকের বার্ষিক আয় ৪০ লক্ষ, এতদ্দেশে ত্রিবাঙ্কুর, বরদার, কাশ্মীরের ও জয়পুরের রাজগণ ব্যতীত আর কোন রাজার এত আয় নাই, ভদ্রলোকের ত কথাই নাই। এখানে একটা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের ১৫ গুণ বড়।

বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দ বস্ত প্রচলিত বলিয়া উহা না কি ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কিন্তু উইলসন সাহেবের ইনকম ট্যাক্সে বাঙ্গালার দারিদ্র্যের পরিচয় বিলক্ষণ রূপে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার অধিবাসী সংখ্যা ৪ কোটী, ইংলণ্ডের ৩ কোটী, কিন্তু বাঙ্গালায় বার্ষিক হাজার ও তদূর্দ্ধ আয় এরূপ মোটে ২১ হাজার লোক পাওয়া যায়। অথচ ইংলণ্ডে বার্ষিক এক হাজার হইতে ৩ হাজার আয় এরূপ এক লক্ষ লোক। আর বৎসর সাটি কোটি ট্যাকস বাঙ্গলায় মোট ৭৩ হাজার লোকের নিকট আদায় হয়, তাহার মধ্যে ৪৪ জন উচ্চ শ্রেণীর ট্যাকস দেন। এই জনের মধ্যে আবার ৩৫ জন ইংরাজ। কিন্তু ইংলণ্ডে উচ্চ শ্রেণীর কর ৫৫ সহস্র লোকে দিয়া থাকেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অধিবাসী সংখ্যা ১৩ কোটী। এখন লাইসেন্স ট্যাকস কি রূপ আদায় হইয়াছে দেখা যাউক।

বার্ষিক আয়	লোক সংখ্যা
২০০ হইতে ৫০০	৫ লক্ষ
৫০০ হইতে ১০০০	১৪১৫০০
হাজারওতাহার উপর ৫৩০০০	
মোট ৭ লক্ষ	

এই ১৩ কোটীর মধ্যে ৭ লক্ষ লোকের বার্ষিক দুই শত টাকা আয় আছে, অর্থাৎ এতদ্দেশে ১২ কোটী ৯৩ লক্ষ লোকের মাসিক আয় ১৭ টাকার কম! কিন্তু পাঠকের মনে থাকে যেন যে ন্যায্য রূপে কর ধরিলে ইহা অপেক্ষা ঢের কম অর্থাৎ শিকি লোকের মোটে ট্যাকস্ দিতে হইত।

গবর্ণমেণ্টের যে ন্যায্য প্রয়োজন তাহা অধিবাসী গণকে অবশ্যই দিতে হইবে তাহাতে মক্ মক করা অন্যায়। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের যে আয় তাহাতে স্বচ্ছন্দে চলে, ইহা এতদ্দেশে বিজ্ঞ লোকে ভাবেন, এই অসন্তোষের কারণ। আমাদের যত আয় তাহার শিকি ইংলণ্ডে ব্যয়িত হয় ইহাতে যে অনেক অপব্যয় আছে তাহা সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাস।

আমাদের গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই যে তাঁহারা এক্ষণে করের এমন একটা প্রস্রবণ খুলিয়া রাখেন যে দায় বিদায়ে কাযে লাগে, এই নিমিত্ত টেম্পল সাহেবের ইনকমট্যাক্স। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ বলিলে ইহাই বুঝায় যে সভ্যতা ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে বিরাজ করিতেছেন। ইংরাজ দিগের আসিবার পূর্ব্বেও মহা মহোপাধ্যায় রাজনীতিবেত্তাগণ এদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যে যে উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন, অন্ততঃ গবর্ণমেণ্টের, নূতন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে এই গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিবাহোপলক্ষে এদেশের লোকেরা জমিদার গণকে কিছু দিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা লইলে লোকে তত আপত্তি করিবেনা, আর আমরা সে দিবস দেখাইয়াছি যে প্রত্যেক বিবাহে ২ টাকা করিয়া লইলে ২৩ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে। আমরা বোধ করি যে এই উপলক্ষে যাঁহারা দুই বিবাহ করেন তাঁহাদের উপর ইহার শত গুণ ট্যাকস লওয়া যাইতে পারে।

মাওএট সাহেব তামাকের উপর কর করিতে প্রথম প্রস্তাব করেন। তামাক সর্ব্ব সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতএব নিরাপদে এই কর আদায় করিতে পারিলে বেশ লাভ হইবার সম্ভব। কিন্তু তামাক ধনী ও দরিদ্র লোকে স-

মান ব্যাহার করিয়া থাকেন, বোধ হয় দরিদ্র লোকেই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। দরিদ্র লোক দিগের এই মাত্র এক বিলাস দ্রব্য। অতএব এ কর স্থাপনে দরিদ্র লোক দিগের উপরই অত্যাচার হইবে। কৃষক দিগের তামাকের চাসে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভ। এ হিসাবেও দরিদ্র লোক দিগের কেবল ক্ষতি। তবে তামাকের উপর কর হইলে যে দরিদ্র লোক মোটে তামাক ব্যবহার করিবে তাহাও সন্দেহ। তামাক ক্রয় করা শুদ্ধ নয়, এক্ষণকার অপেক্ষা উচ্চ মুল্যে তামাক ক্রয় করিয়া যে দরিদ্র লোকে উহা আর ব্যবহার করিবে ইহা এক প্রকার তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। অন্তত তামাকের ব্যবহার যে বিস্তর কমিয়া যাইবে তাহার ও সন্দেহ। কিন্তু গবর্ণমেন্টে তামাকের উপর কর করিতে পারিবেন না, করিলে তামাকের চাস নিবারণ করিতে পারিবেননা, আর যদি পারেন, তবে তাহাতে এত ব্যয় হইবে যে আর লাভ থাকিবেনা।

গবর্ণমেণ্ট ব্যয় কমান, ইহা এতদ্দেশীয়দের ইচ্ছা। ব্যয় বাড়ান গবর্ণমেণ্টের বরাবর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভাব কিছু ভাল ভাল ঠেকিতেছে।

পোষ্টাফিসের আয় ব্যয়।

পৃথিবীর মধ্যে আমিরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা ডাকের সুবিধা। এখানে গ্রামে গ্রামে পোষ্ট আফিস, এতদ্ভিন্ন টেলিগ্রাফ আছে। ইংলণ্ডেও এদেশ অপেক্ষা ডাকের বন্দবস্ত ভাল।

ভারতবর্ষের ভুমিপরিমাণ ফল ৯৫৫২৩৮ বর্গ মাইল এবং ইহার ৩৯৮৮ মাইল রেলওয়ে, ৫১৪০ মাইল গাড়ির, ৩৪৯৩০ মাইল রণার দ্বারা ডাক চলে, অর্থাৎ এখানে সর্ব্ব সমেত ৪৪০৯৮ মাইলে ডাক আছে। সুতরাং ভরতবর্ষে এক্ষণ অনেক ডাক বসাইতে বাঁকি। আমরা গত বৎসরের রিপোর্টে দেখিতেছি যে খরচ খরচা বাদে আর বৎসর এখানে ১৪০১২০০ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। আমরা আরও দেখিতেছি যে, ১৮৫৩।৫৪ সালে আমাদের দেশে সর্ব্ব সমেত ১৯০৮২৬৭৬ খণ্ড পত্র সম্বাদ পত্র প্রভৃতি ডাকে দেওয়া হয় এবং ১৮৬৭।৬৮ সালে এসমুদয়ের সংখ্যা ৬৭, ৯৭৮৩৬। অর্থাৎ এ কয়েক বৎসরে শতকরা ৩৫৬ খানা করিয়া পত্র ও সম্বাদ পত্র বৃদ্ধি হইয়াছে।

উপরে যে হিসাবটী আমরা দেখাইলাম, তাহাতে দুইটী বিষয় সিদ্ধান্ত হইতেছে। এক পোষ্টেল বিভাগে বিস্তর অর্থ উদ্বৃর্ত্ত হয় এবং বৎসর বৎসর উহার আয় বাড়িতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট ইহার উন্নতির প্রতি যত্ন করিলে যেমন লোকের সুবিধার সম্ভব, তেমনি রাজকোষেও টাকা আসিতে পারে।

এদেশে দুই প্রকার পোষ্ট আফিস আছে। জমিদারি ও গবর্ণমেণ্টের। জমিদারী গুলী জমিদারগণের ব্যয়ে চলে এবং গবর্ণমেণ্ট অপর গুলীর ব্যয় সংকুলান করেন। এই জমিদারি ডাক গুলী একাল পর্য্যন্ত নিরর্থক অর্থ নষ্ট করিত। ইহাতে লোকের কোন উপকারের সম্ভব ছিল না। ইহার প্রতি লোকের প্রায় আস্থা ছিলনা, সুতরাং এখানে কেহ পত্র দিত না এবং এখান হইতে যে সমুদয় পত্র বিলি হইত, তাহা অনেক সময় দুই এক মাসের পর লোকে পাইত। এগুলী ছিল পোলিসের তত্ত্বাবধানে, থড়রক্ষকেরা ইহার ডাকমুন্সী ও চৌকিদারেরা পত্র বিলি করিত, সুতরাং ইহার কার্য্য প্রনালীতে এত গোল হইত। গবর্ণমেণ্ট এসমুদায়ের প্রতি কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেননা। তবে করিবার মধ্যে মাজিস্ট্রেটেরা যে ব্যয় পড়িবে, তাহার একটী পড়তা করিয়া বৎসর বৎসর জমিদার গণের নিকট উঠাইতেন এবং পত্র প্রাপ্তি দ্বারা যে আয় হইত, সেটী পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নিজ হিসাবে পুরিতেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই সমুদয় পোষ্ট আফিসের উন্নতির নিমিত্ত অনেক জেলায় এক এক জন সবইনেস্পকটিং পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা প্রকৃত দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহাতে আপাতত গবর্ণন্টের বৎসর কর্ম্মচারির বেতনে কোথাও ১৮০০ কোথাও ইহা অপেক্ষা কম টাকা ব্যয় পড়িতেছে; কিন্তু ইহা কর্ত্তৃক জেলার মধ্যে পত্র বিলি ও ডাকে দেওয়ার যে রূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে অতি সত্বর ক্ষতি পুর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ দাড়াইবে। ফল গবর্ণমেণ্টের ইহা বিবেচনা করাও কত্তব্য যে, এত দিন জমিদারি উৎপন্ন লভ্য গুলি তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণ ইহার উন্নতি ও কার্য্যকারিতার নিমিত্ত কিছু দেওয়া কত্তব্য। সব ইনেস্পেকটিং পোষ্টমাষ্টারেরা জমিদারি পোষ্ট আফিস সমুদয় পর্য্যাবেক্ষণ করেন এবং ক্ষুদ্র গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিস গুলিও ইহাদের অধীনে। ইহারা প্রধান প্রধান গ্রামে সুবিধামত স্কুলের শিক্ষক দ্বারা পোষ্টআফিস ও বাক্স বসাইতেছেন। বাকসে গ্রাম বাসীরা চিটি ডাকে দেয় এবং একজন পদাতিক, ইহাদের নাম রুরেল মেছেঞ্জার, নিয়মিত সময় সেখানকার পত্র বিলি করে ও বাক্স হইতে চিটি লইয়া পোষ্ট আফিসে দেয়। এই রূপ বন্দ বস্ত দ্বারা জেলা সয় এক রূপে না এক রূপে ডাক বসিতে পারে।

আমাদের যশোহরের যিনি সব ইনেস্পেক্টীং পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন, তিনি যেরূপ সুন্দর কাজ এবং যেরূপ সুপ্রণালীতে বন্দবস্ত করিয়াছেন এরূপ যদি সকল জেলাতে হইয়া থাকে, তবে পোষ্টাল বিভাগ লইয়া আমরা সভ্যতম দেশের নিকট ও গৌরব করিতে পারিব। আমরা এক্ষণ পর্য্যন্ত যশোহরের কত আয় বাড়িয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই কিন্তু এখানে প্রধান প্রধান গ্রাম মাত্রেই হয় পোষ্ট আফিস নয় বাক্স বসিয়াছে এবং চিটি বিলির বন্দবস্ত এত সুন্দর হইয়াছে যে আমরা প্রায় এসম্বন্ধে কোন অভিযোগ শুনিতে পাই না।

সিবিল সার্ব্বিস ও পারলিয়ামেনট।

আবার এ দেশীয়গণের সিবিল সরবিসে প্রবেশ লইয়া পর্লিয়েমেণ্টে তর্ক বিতর্ক হইতেছে। আমাদের আণ্ডর সেক্রেটরি গ্রাণ্ট ডফ এই তর্কটী পার্লিয়েমেণ্টে উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার বিবেচনায় ভারতবর্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর এরূপ ভার থাকা উচিত যে, পরীক্ষা ভিন্ন সুখ্যাতিপন্ন অচিহ্নিত কর্ম্মচারিগণকে তাহারা যোগ্য বিবেচনা করিলে সিবিল সরবিসে প্রবেশ করাইতে পারেন। তিনি সিবিল সরবিস পরীক্ষার বিরোধী নন, প্রত্যুত তিনি এ প্রণালীকে পূর্ব্ব প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। কিন্তু এ পরীক্ষাটী ইংলণ্ডে হইলে ইহাতে উপস্থিত হওয়া ব্যয় সাধ্য। যাহাদের কিছু সঙ্গতি আছে অথবা যাহারা গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন, কি ষ্টেট স্কলারশিপ পান, তাহারা ভিন্ন আর কেহ ইহার ফল প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প, এই নিমিত্ত যাহাতে জন সাধারণ সকলে এই সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে পারেন, এই রূপ কোন একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের প্রস্তাবিত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল কি মন্দ হইবে, তাহা আমরা সহসা বলিতে পারি না। ইহার উদ্দেশ্য যেরূপ, কার্য্যে যদি সেটী পরিণত হয়, তবে সিবিল সরবিসে প্রবেশের দ্বার যত টুক খোলা আছে, তাহা চেয়ে আর একটু পরিশর হইবে; কিন্তু

সিবিল সরবিস সম্বন্ধে এদেশীয় রাজ পুরুষগণের যেরূপ ভাব তাহাতে তাহাদের হাতে এ ভারটী দেওয়া না দেওয়া সমান। যাহা হউক, আমরা কিছু বলিবার পূর্ব্বে এসম্বন্ধে চার্লস উইং ফিলডের মত প্রকাশ করিব।

"গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম পদ পাইতে পারে ভারতবর্ষীয় অনেক যুবক এরূপ যোগ্য, এবং তিনি বুঝিতে পারেন না এসম্বন্ধে গবরণর জিনারেলের যে ক্ষমতা আছে তিনি তাহা কেন সঞ্চালন করেন না? যাহা হউক, তাহার আশঙ্কা হয় যে, যুবকগণ যদি সম্পূর্ণ রূপে পরীক্ষা কর্ত্তৃক সিবিল সরবিসে নিয়োজিত না হয়, তবে শেষে কর্ত্তৃপক্ষীয় গণ পক্ষ পাতী হইয়া ইহাতে কর্ম্মচারি মনোনীত করিবেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ও অনুগ্রহ কর্ত্তৃক মনোনীত কর্ম্মচারি গণের মধ্যে দোষ অপ্রণয় ও কলহ উপস্থিত হইবার সম্ভব। এত ভিন্ন তাহা হইলে, ভারতবর্ষীয় যুবকদের এখানে আগমন করার একটী প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে, সুতরাং এদেশের আচার ব্যবহার বিচার প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনার শুভকর ফল হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে এবং সিবিল সরবিসের পক্ষে সে একটী বৃহৎক্ষতি। ইংলণ্ডে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়া ভারতবর্ষীয় যুবক গণের অনেক অসুবিধা ও কষ্ট, ইংলণ্ডীয় যুবক গণের এসমুদয় কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হয় না, এবং যাহাতে উভয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে এক রূপ নিয়ম হয় তদ্রূপ কিছু করা কর্ত্তব্য। ভূতপূর্ব্ব এ ষ্টেট সেক্রেটরি ষ্টেট টকলাশিপের সৃষ্টি করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ইহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। তাহা কর্ত্তৃক এই রূপ নয়টী স্কলাশিপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে নয়টী মাত্র স্কলাশিপ হওয়া অনেকের মতে যথাযোগ্য হয় নাই। সে যাহা হউক ভারতবর্ষীয় গেজেটে এই বৃত্তি গুলি লোপের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষী সম্বাদ পত্র পাঠে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, এসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গণের এই প্রার্থনা যে সিবিল সরবিসের প্রথম পরীক্ষা ভারতবর্ষে হয়, এবং পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্র গণ ইংলণ্ডে আসিয়া আরদুই বৎসর থাকে। তাহার মতে এবিষয় বিবেচনা করা উচিত।"

গ্রাণ্ট ডফ ও সর ইউংফিলড দুই জনই আমাদের কিছু উপকার করেন এরূপ ভাব বরাবর দেখান এবং উভয়ের বিস্তর ক্ষমতা আছে। ফল তাহারা যদি আমাদের সরবিসে প্রবেশের সুবিধা করিবার মনোগত ইচ্ছুক হন তবে এই কয়েকটী করিয়া দেন। সিবিল সরবিসের প্রথম পরীক্ষার স্থান এদেশে যাহাতে হয় সেরূপ ব্যবস্থা করুন এবং সিবিল সরবিশ কমিশনার গণের মধ্যে এদেশীয় জনেক প্রবিষ্ট হউন। তাহা হইলে আপতত আমরা এসম্বন্ধে বোধ হয় আর কিছু প্রার্থনা করিব না।

প্রাপ্ত।

যশোহরের স্থানে২ ভয়ানক উলাউঠা হইতেছে। গত বৎসর অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয় আবার আর আর বৎসরের ন্যায় এবার শীত কি বসন্ত কালে এক কালে বৃষ্টি হয় নাই, এই নিমিত্ত এবার অনেক স্থলে এত জল কষ্ট হইয়াছে যে মনুষ্য একরূপ কাদার গোলা পান করিতেছে' এবার গ্রীষ্মও ভারি প্রখর। বোধ হয় এই সমুদয়ের নিমিত্ত এত উলাউঠার প্রাদুর্ভাব!

আজ কয়েক বৎসর একবার অমৃতবাজারে ভয়ানক উলাউঠা হয় ও আমাদের একজন ডাক্তার বন্ধু ইহার কারণ অনুসন্ধান করেন॥ তাহাতে প্রকাশ হয় যে উলাউঠা রোগাক্রান্ত গণের শতকে ৯০ জনে কাঁচা আম, কাঁচা পেপে, পান্তাভাত কড় কড় ভাত, অধিক পরিমাণে আহার ও অন্যান্য অজীর্ণকর দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা পীড়া করে। যাহারা এসমুদয় ব্যবহার না করে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে পীড়া প্রাদুর্ভূত হয়॥ সম্প্রতি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল শরকার তাহার উলাউঠা সম্বন্ধীয় গ্রন্থতেও এই সমুদয় দ্রব্যের অনিষ্টকারিতার বিষয় লিখিয়াছেন॥ অতএব এসময় সকলের এসম্বন্ধে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য॥

আমাদের ডাক্তার বন্ধু উলাউঠা সম্বন্ধে আর একটী কথা বলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উলাউঠা অন্যান্য পীড়ার ন্যায় নানা জাতীয় এবং ভিন্নং জাতির ঔষধ ভিন্নং॥ তাহার বিশ্বাস যে এপর্য্যন্ত উলাউঠার যত রূপ ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে তাহার এক একটী এক জাতীয় এবং এক ঔষধ দ্বারা সমুদয় জাতির আরোগ্য করিতে গিয়া চিকিৎসকেরা উলাতে অকৃতকার্য্য হন॥ এই নিমিত্ত তাহার মতে যেখানে উলাউঠা আরম্ভ হয় সেখানে কাম্ফর, ক্লোরোডাইন, কোষাশিয়া প্রভৃতি ঔষধের স্বতন্ত্র ব্যবহার দ্বারা যাহা কর্ত্তৃক উপকার দর্শে সেই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের ডাক্তার বাবু আলোপেথি চিকিৎসক, নথুবা তাহার পরীক্ষা কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত করিতেন যে উলাউঠার হমিওপেথি চিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

সংবাদাবলী।

—ঢাকাপ্রকাশ বলেন, ঢাকায় এখনো বসন্ত রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। মৈশণ্ডী বনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু সংখ্যক লোক বসন্ত রোগে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে॥ এমন বাড়ী অতি অল্প যে তাহাতে বসন্তের রোগী নাই॥ কোন২ বাটীতে ৩॥৪ জন করিয়াও পীড়িত হইতেছে॥ ইহাতে তত্রত্য লোক সকল অস্থির॥ কষ্টের ত কথাই নাই॥ সকলের চিকিৎসা চলিতেছে না॥ যাহাদের অর্থ আছে, তাহাদের যথাসাধ্য চিকিৎসা হয়, কিন্তু অর্থাভাবে দরিদ্রদের কিছুই হয় না॥ তাহাদের অনেকে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করে॥

—এবার আগুনের ভয় সর্ব্বত্র হইয়াছে॥ সম্প্রতি লক্ষ্মীপাসার নিকট কয়েক খানি গ্রামে আগুন লাগিয়া বিস্তর অনিষ্ট করিয়াছে॥ এস্থানের নিকটবর্ত্তি কয়েক খানি গ্রামেও মাঝে২ আগুন লাগিতে দেখা যাইতেছে॥ রেঙ্গুনে ভয়ানক এক অগ্নি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে॥ প্রায় আশি হাজার টাকার জিনিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে॥

—সম্প্রতি লেডী মেয়ো যখন জব্বলপুর গিয়াছিলেন, তখন এক জোড়া দেশীয় চুড়ী কিনিয়া তিনি স্বহস্তে পরিধান করেন। এই কার্য্যটী দ্বারা তিনি অনেক দেশীয় মহিলার চিত্ত রঞ্জন করিয়াছেন॥

—ডিউক এডিনবরার এদেশে আসার দরুন একটী লাভ হইয়াছে। অনেকে তাহার কল্যাণে বিস্তর সাধারণ হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত দান করিতেছেন॥ দ্রাঙ্গদারের রাজা ডিউকের স্মরণার্থ বোম্বাই গবর্ণমেন্টের হস্তে ত্রিশ হাজার টাকা ন্যাস্ত করিয়াছেন॥ অনারেবল এ ডি সাসুন উক্ত অভিপ্রায়ে একটী হাই স্কূলের অট্টালিকার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন॥ কচের রাও তাহার নিজ রাজ্য মধ্যে একটি হাই স্কূলের নিমিত্ত দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন॥ স্কূলটী ডিউক এডিনবরার নামে ডাকা হইবে॥

—ঢাকার শিক্ষিত যুবকগণ একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন॥ এখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা হইবে॥ স্থানে২ এরূপ সভা হইলে বিস্তর মঙ্গল সম্ভব॥ তবে আমাদের যুবকগণ যেরূপ নিরুদ্যম তাহাতে এটী অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত না হয় এই আমাদের প্রার্থনা॥

—আগামী ২রা এপ্রেল সার রিচারড টেম্পল আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিবেন॥ ৫ই তারিখে এ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইবে॥

—৭ই এপ্রেল গবর্ণর জেনারেল তাঁহার দল বল সহ সিমালা যাত্রা করিবেন॥

—আসাম কুলী বিলে গবর্ণর জেনারল সম্মতি প্রদান করিয়াছেন॥

—পরচুগীজ অধিকৃত গোয়া নগরে সিপাহিদিগের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে॥ ইহারা উক্ত নগর লুঠ করিবার সংকল্প করিতেছে॥

—শান্তিপুরে একটী জেলা স্কূল হইবার কথা হইতেছে॥ শান্তিপুরের ন্যায় পল্লি বাঙ্গলায় নাই, এখানকার বাসন্দা সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার, ধনী লোকও বিস্তর আছেন॥ এখানে অনায়াসে একটী গবর্ণমেনট স্কূল হইতে পারে॥

—এবার বোম্বাইয়ে তত ভাল তুলা জন্মায় নাই॥

—আমরা সোমপ্রকাশ পাঠে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, সম্প্রতি এক ডিক্রিতে বাবু কালী প্রসন্ন সিংহকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মানববন্ধু সাধারণ হিতার্থ বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন॥ কতক গুলি জুয়াচোর তাহার সরলতার সুবিধা লইয়া অনেক ঠকাইয়াছে॥ তাহার যে সম্পত্তি ছিল, তাহা রিসিবরের হস্তে থাকাতে বিচার পতি মার্ক তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন॥ কাজটি অতি উত্তম হইয়াছে॥ এমন লোককে আর কষ্ট দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা॥ বিচার পতি নর্ম্মাগের গুণে কালী প্রসন্নের একটি বৃহৎ দায় গেল॥

—সৎকর্ম্ম করিবার যাহাদের ইচ্ছা থাকে, তাহারা অসংখ্য উপায়ে লোকের উপকার করিতে পারেন। বারলিনে একটী দাতব্য সমাজ আছে

ইহারা পরিত্যক্ত চুরুটের কণা বিক্রয় করিয়া এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন যে ১৯ জন দরিদ্র বালকের ভরণ উহা দ্বারা হইতেছে।

—লর্ড নেপিয়ার অব মাগডালার ৫ই মার্চ্চ ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার কথা আছে; সার মানসফিলডের স্থানে তিনি কমানডারিন চিফ হইবেন।

—মহীশুরের বর্ত্তমান মন্ত্রি সালার জঙ্গের পিতামহী মরণ কালে তাঁহাকে এক ক্রোর টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। কপাল এমনি করিয়াই ফাটে বটে!

—লর্ড নেপিয়ারের পর কমাণ্ডারিন চিফ সার উইলিয়াম মনসফিলডের মান্দ্রাজের গবর্ণর হইবার কথা ছিল। শুনা যাইতেছে, তাঁহাকে ঐ পদ দেওয়া হইবে না।

নিম্ন লিখিত সংবাদটী ছান্দাড়া স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ইহার সত্যাসত্যের নিমিত্ত তিনি দায়ী॥

“এই গ্রামে কোন একটি গৃহস্থের বাটিতে ২।৪ দিন অগ্র পশ্চাৎ একটি বিড়াল ও একটি কুকুর কএকটি ছানা প্রসব করে। ঘটনা ক্রমে কুকুরের ছানা কএকটি গতাসু হওয়ায় কুকুরটি অপত্য শোকে ব্যাকুল হইয়া বিড়ালের ছানা কএকটীকে (বাটিরের ঘরে থাকায়) আপন ছানা স্বরূপ গ্রহণ করায় বিড়াল তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ছানাগুলী উক্ত কুকুরের দুগ্ধপান করিয়া এইক্ষণে ইতস্ততঃ গমনক্ষম হইয়াছে এবং আপন মাতৃজ্ঞানে তাহার পশ্চাৎ২ ভ্রমণ করে এবং কুকুরেরও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু মাত্র স্নেহের হ্রাস হয় নাই।”

—ফ্রান্সে সম্প্রতি অতি আশ্চর্য্যরূপে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য হইয়াছে॥ ইহার নাম মস্যু লম্বারড॥ দশ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার শরীর অসাড় অবস্থায় থাকে॥ কোন রূপ কথা কহিবারও ইহার সংগতি ছিলনা॥ ইহার সম্মুখে বিবি লম্বারডকে তাহার দাসী খুন করে॥ এই ভয়ানক কাণ্ড চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়॥ কিছু দিন হইল তিনি কথা কহিতে সক্ষম হইয়াছেন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ও এক্ষণ চালনা করিতে পারেন॥

—জাপান গত দশ বৎসরের মধ্যে বিস্তর উন্নতি করিয়াছে॥ দশ বৎসর পূর্ব্বে, যেখানে এক খানি ষ্টিম এঞ্জিনও ছিল না॥ এক্ষণ অনুমান কুড়ি খানি জাপানিস ষ্টিমার প্রস্তুত হইবে॥ জেডোর প্রধান রাস্তায় তার পাতা হইয়াছে এবং সত্বর জাপান সাম্রাজ্যের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত হইবে। জেডো হইতে নিয়াকো পর্য্যন্ত একটি রেলরোড প্রস্তুত করিবার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে॥ শুল্ক তত্ত্ব প্রেক্ষা গত বৎসর এক কোটী টাকার রপ্তানি করা হইয়াছে॥ এতদ্ভিন্ন রেসম দুকোটী, চা প্রায় ৮০ লক্ষ, অন্যান্য দ্রব্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার রপ্তানি হইয়াছে॥

—ধন্য আমেরিকান দিগের স্বাধীন প্রিয়তা! উন্মুক্ত দাস দিগকে ইহারা ক্রমশঃ উচ্চ২ পদ সকল প্রদান করিতেছেন॥ সম্প্রতি রাইট নামক একজন উন্মুক্ত দাসকে দক্ষিণ কারোলিনার সুপ্রিম কোর্টের বিচার পতি করা হইয়াছে॥ আমাদিগের জেতৃ রাজ পুরুষ গণ এইটার প্রতি একবার দৃষ্টি পাত করুন॥

—১২মার্চ্চ মিস কার্পেণ্টার ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

—ডেকান হেরালডের প্রোপ্রাইটার ও প্রিনটার কাপ্তেন কারকে অপবাদ করেন॥ পুনার মাজিষ্ট্রেট ইহাদের উভয়কে ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন॥

—বারিষ্টার এল ব্রাউটন সাহেব বাঙ্গালার আড মিনিষ্টার জেনারল হইয়াছেন॥

—ডিউক এডিনবরার আগমনোপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন॥ আমরা পত্রান্তর পাঠে জানিলাম যে মান্দ্রাজ গবর্ণমেনটের আমন্ত্রানুসারে লাক্কা দ্বীপের সুলতান মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়াছেন॥ আমরা ভরসা করি, রাক্ষস দেশাধিপতি যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হইবেন॥

—ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধদের জানক নামক প্রধান ধর্ম্ম যাজকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইনি পেগুর বৌদ্ধ পুরোহিত দিগের উপর আধিপত্য করেন। ইনি অতিশয় জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও সরল ছিলেন।

—নবাব সালার জঙ্গ কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহার তুল্য রাজনীতিজ্ঞ এখন অতি কম দেখা যায়।

—হিন্দু পেট্রিয়টে সম্প্রতি প্রকাশিত হয় যে, যশোরের এক ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার উন্নতির নিমিত্ত হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা ইহাতে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হই, কারণ ইহার বিন্দু বিসর্গও আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম না। আমরা এক্ষণ উক্ত পত্রে দেখিলাম যে, যশোরের নয়, ঢাকার এক ব্যক্তি উক্ত দান করিয়াছেন।

—সুইজারলাণ্ডে সম্প্রতি এক ব্যক্তি ১২ লক্ষ টাকা তছরুফ করিয়াছে। এত টাকা তছরুপ করিতে প্রায় শুনা যায় না॥ কেবল কারপেনটার নামক এক জন ইংরেজ প্রসিদ্ধ রথচাইলডের ৩২ লক্ষ টাকা তছরুপ করিয়াছিল। ইউরোপীয় জুয়াচোর এক স্বতন্ত্র জিনিষ।

—লক্ষ্ণৌয়ের আগষ্টিন নামক যে রেলওয়ে গার্ডের ১৬ বৎসর মেয়াদ হইয়াছিল, সে হাজারীবাগ জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে॥ পূর্ব্বে এ ব্যক্তি লক্ষ্ণৌয়ের জেল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে॥ বীর বটে!

—বাঘের ভয় এবার প্রায় সর্ব্বত্র হইয়াছে। আমাদিগকে এক জন লিখিয়াছেন, সম্প্রতি হুগলী জেলার অন্তর্গত সাতগা গ্রামে দুটি বাঘ মারা পড়িয়াছে॥ আরো একটী বাঘ তথায় আছে। বাস বাড়িয়া, দেবপুর প্রভৃতি গ্রামের লোকে ভয়ে শশব্যস্ত হইয়াছে।

—একটি কৌতুকাবহ মকর্দ্দমা লণ্ডনে হইয়া গিয়াছে॥ ফরিয়াদী ডাক্তার উইলিয়ামস ও আসামী ডিউক ও ডাচেস অব সমারসেট॥ ডিউকের পুত্রকে ডাক্তার উইলিয়ামস চিকিৎসা করেন কিন্তু তাহার মৃত্যু হয়॥ ডাচেস এই নিমিত্ত বলিয়া বেড়ান যে উক্ত ডাক্তার তাহার পুত্রকে ভাল রূপ চিকিৎসা না করিয়া খুন করিয়াছেন॥ ডাক্তার এই নিমিত্ত অপবাদিত হইয়াছেন মনে করিয়া ক্ষতি পুরণের নিমিত্ত নালিশ করেন॥ জুরীদের মতে প্রতিবাদীগণ দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন॥ তাহাদিগকে ডাক্তারের নিকট মাপ চাহিয়া লইতে হইয়াছে। ও ক্ষতি পুরণ স্বরূপ পাঁচ গিনি ও মকর্দ্দমার তাবৎ খরচাও তাহাদের দিতে হইয়াছে॥

—সার চার্লস মরডান্টের মকর্দ্দমা লইয়া লণ্ডনকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে॥ মকর্দ্দমার বিবরণ এই॥ লেডী মরডান্ট একটী সন্তান প্রসব করেন। লর্ড মরডান্ট সন্তানটিকে দেখিতে গেলে, তাহার স্ত্রী বলেন যে, “চার্লস এ সন্তান তোমার ঔরষ জাত নয়”॥ প্রথম তিনি একথা কানে করেন না, কিন্তু যখন লেডী মরডান্ট অনুতপ্ত হৃদয়ে বারম্বার বলিতে লাগিলেন “চার্লস, আমাকে ক্ষমা কর॥ আমি ভারি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি। আমি বিবাহ অবধি বিস্তর পর পুরুষ গমন করিয়াছি এবং দিনে দুপরে প্রিন্স অব ওয়েলস, লর্ড কোল, সার ফ্রেডিরিক জনষ্টোন প্রভৃতির সহিত কুক্রীয়া করিয়াছি॥” তখন সার মরডান্টের কাছেই এটী ভারি গুরুতর বিষয় বলিয়া বোধ হইল॥ অন্যান্য প্রমাণ দ্বারাও তাহার বিশ্বাস হয় যে এই সকল সত্য॥ তদনন্তর তিনি ইহাই বলিয়া স্ত্রী পরিত্যাগের আবেদন করিয়াছেন যে, লর্ড কোল ও সার ফ্রেডিরিক জনষ্টোন তাহার সহগমন করিয়াছেন॥ লেডী মরডান্টের পিতা আসিয়া বলিতেছেন যে তাহার কন্যা যখন এই সকল কথা বলেন তখন তিনি বাতুল হইয়াছিলেন ও এখন পর্য্যন্ত তিনি বাতুল আছেন॥ লেডী মরডান্ট যে এখন বাতুল হইয়াছেন তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে, তবে তিনি বাতুলাবস্থায় এই সকল কথা তাহার স্বামীর নিকট বলেন কি না তাহার বিচার এক্ষণ হইতেছে॥ প্রিন্স অব ওয়েলস আসিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন যে তিনি লেডী মরডান্টের সহিত কখন পরদার করেন নাই। সার ফ্রেডেরিকও ঐ কথা হলপ করিয়া বলিয়াছেন॥

—সুমাত্রার দক্ষিণ অংশে বাটা নামক এক জাতি আছে॥ ইহারা আজিও মনুষ্য আহার করে। ছোট২ বালকেরা তাহাদের বৃদ্ধ পিতাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। শত্রুর মাংস ইহাদের নিকট ভারি প্রিয় জিনিস। বন্দী শত্রু দিগকে কোন প্রকাশ্য স্থলে বান্ধিয়া রাখা হয়॥ প্রত্যেক বাটার ছুরিকা দ্বারা ইহাদের মাংস কাটীয়া লইবার অধিকার আছে॥ কেবল হস্ত দুই খানি প্রধান সর্দ্দারের প্রাপ্য ও উহা পরম উপাদেয় বলিয়া গণ্য॥

—সম্প্রতি বিচার পতি নরমান ও মারকবি একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন॥ মকদ্দমার দরুন শ্রীমতী কামিনী দেবী একেবারে উচ্ছিন্ন দশা প্রাপ্ত হইতে ছিলেন॥ কিন্তু ইহারা মধ্যস্থ হইয়া অর্থি ও প্রত্যর্থি দিগের মধ্যে একটী রফা করিয়া দিয়া পরমোপকার করিয়াছেন॥ কর্ত্তৃপক্ষগণ এই রূপ নিঃস্বার্থ যত্ন দেখাইয়া যেরূপ এদেশীয়দের ভাল বাসা উপলব্ধি করিবেন, এরূপ কিছুতেই নহে॥

প্রেরিত।

পোলিষের নূতন বন্দবস্ত।

পোলিসের বন্দবস্ত হইবে শুনিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম যে বাছিয়া বাছিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীদিগকেই কর্ম্মচ্যুত এবং বহুদর্শী সুযোগ্য কর্ম্মদক্ষদিগকেই উন্নত করা হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক তাহার বিপরীত করা হইয়াছে। যশোহরের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারীন্টেণ্ডেণ্ট এনলী সাহেব যেরূপ বন্দবস্ত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে; পাঠক বর্গ পাঠ করিয়া দেখিবেন কতদূর ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে॥

আমরা জানি এবং বোধ হয় পৃথিবীশুদ্ধ লোকেও তাহাই জানেন যে, যেব্যক্তি যত অধিক দিন কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন তিনি তদ্বিষয়ে তত বহুদর্শিতা ও তত দক্ষতা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা যদি অন্য কোন কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া না যান তবে তাঁহাদের দ্বারা যে

অপেক্ষাকৃত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তাহাতে আর কিঞ্চিমাত্র ও সন্দেহ নাই। এজেলার যে কএক জন ছব ইনেস্পেক্টর পদচ্যুত হইয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলেই পুরাতন পোলিস অবধি কার্য্য করিতেছেন এবং বরাবর সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ইহাদের মধ্যে যদি ২।১ জন বার্দ্ধক্য কি পীড়া বশতঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন এতদ্ভিন্ন ছব ইনেস্পেক্টর রাজমোহন বসু প্রভৃতি কএক জন যেমন কর্ম্ম দক্ষ, পরিশ্রমী, সবল কায় এবং তেমনি অনুৎকোচগ্রাহী ও সচ্চরিত্র!! আবার দেখুন, শ্রীরাম দত্ত ও গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যে ৫ জন হেড কনেষ্টেবলকে সাহেব ইন চার্জ্জ ছব ইনেস্পেক্টরীতে নিযুক্ত করিয়াছেন; (ইচ্ছা,, ইহাদিগকে ছব ইনেস্পেক্টরীতে উন্নত করিবেন) কিন্তু আমরা জানি না, ইহারা [illegible] জন যা কোন কারণে কর্ম্মচ্যুত ছব ইনেস্পেক্টরগন হইতে উৎকৃষ্ট, বা প্রোমসনের যোগ্য।

তৃতীয়তঃ উপরিউক্ত ছব ইনেস্পেক্টর দিগকে সাহেব যে, বয়সাধিক্য প্রযুক্ত পদচ্যুত করিয়াছেন তাহাও কিছু মাত্র বোধ হয় না। যেহেতু ছব ইনেস্পেক্টর কাদের খাঁ অন্নদা চরণ রায় ও হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদচ্যুত ছব ইঃ গণ হইতে অধিক বয়স্ক না হউন, ইহারা যে তুল্য বয়স্ক হইবেন তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। যে সকল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক ছব ইঃ দিগকে কর্ম্ম দক্ষ বিবেচনায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে; তাহারও জন কয়েক তাদৃশ কর্ম্ম দক্ষ নয়েন এবং অদ্যাপি ২। ১ জনের ঘাড়েতে, দোষের চার্জ্জই রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইঃ সংক্রান্ত ন্যায় বিচার আপনার ২ সংখ্যক পত্রিকাতে পোলিষের অবিচার, শীর্ষক প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই গেল উপর অঙ্ক। কনেষ্টেবল দ্বারকা নাথ ঘোষাল, ব্রজ নাথ দত্ত ও রজনীকান্ত রাহা প্রভৃতিকে আউটপোষ্টে হেড কনেষ্টেবলীতে উন্নত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহারা প্রায়ই তাদৃশ কর্ম্মের নিতান্ত অনপযুক্ত। ইহার এক জনকে আমরা সচক্ষে এই রূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি যে, আমরা কিছু জানি না, কি রূপে আউটপোষ্টে গিয়া স্বয়ং কার্য্য সম্পন্ন করিব। এতদ্ভিন্ন মহিমাচন্দ্র ঘোষ, উমাচরণ তরফদার প্রভৃতি সুযোগ্য হেড কনেষ্টেবল দিগকে অযোগ্য স্থানে, রিবার পোলিসে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। যাহা হউক আমরা বোধ করি, কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার সদ্বিচার করিয়া এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবেন।

একটী উদ্দেশ্য ভিন্ন কোন বিষয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয় না॥ বালকেরা এনিমিত্ত লেখা পড়ার উদ্দেশ্য কি তাহা যত দিন বুঝিতে না পারে তত দিন উহাতে মন নিবেশ ও উন্নতি লাভ করে না॥ যে ইহা এককালে বুঝিতে পারেনা তাহা কর্ত্তৃক কোন উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। এই নিমিত্ত যে কোন চর্চার উন্নতি উপলব্ধির আশা করিলে সম্মুখে একটী লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বিদ্যাসম্ভূত অতুলানন্দ অনুভব অভিলাষিতে [illegible] একজন স্বরস্বতী দেবীর আরাধনা করিয়া [illegible]নেকেই ধন লাভ ও সামাজিক গৌরব [illegible]ত্র অবিশ্রান্ত রূপে অধ্যয়ন [illegible] উঠাইয়া লও. কল্য দেখিবে বিদ্যাদেবীর পরম ভক্ত ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকর্ত্তা গণকে পদতলে দলিত করিবে। অতএব যে সমাজে বিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা ধন সম্পত্তির ও সামাজিক পদ গৌরব উপলব্ধির অধিক সুবিধা সেখানে লোকে বিদ্যাকে অধিক যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করে। এই নিমিত্ত ধনাঢ্য দিগের অপেক্ষা মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে অধিক বিদ্যা চর্চা।

এদেশের যুবকগণকে অনেকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন যে, তাহারা কালেজের অধ্যাপনা শেষ হইলে স্বীয় উন্নতির যত্নে জলাঞ্জলি দেন। এ গালটী নিতান্ত অমূলক নয়, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ দোষ তাহাদের নয়॥

আপনারা একটী প্রস্তাবে এ বিষয়ের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। একটী দেশীয় জল বায়ুর দোষ আর একটী বিদ্যাচর্চা করার এদেশে তেমন কোন সুবিধা নাই। এই দুইটি কারণ, হইতে পারে, তাহাদের উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে, কিন্তু এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজন্ম এদেশের অনিষ্ট কর জল বায়ু প্রভাব সহ্য করিয়া অশীতি বর্ষীয় ইংরাজ দিগের যে উদ্যম ও তেজ থাকে এদেশের বিংশতি বর্ষীয় সুস্থকায় যুবকেরও তাহা লক্ষিত হয় না। বোধ হয় জল বায়ুর সঙ্গে দেশীয় সামাজিক রীতি পদ্ধতিও কতক পরিমাণে আমা দিগকে হীন তেজ করে, কিন্তু দুপুরুষ পূর্ব্বে এদেশে অপেক্ষা কৃত সুস্থ কায় তেজিয়ান বলিষ্ঠ উদ্যম শীল যুবক দৃষ্ট হইত। আমার পিতামহ মহাশয় অশীত বর্ষের অধিক বয়সে পরলোক গমন করেন, কিন্তু তখন তাহার যুবকালের উদ্যম কিছু কিছু ছিল। ইহার কারণ কি? আপনারা বলিতে পারেন?

কালেজের অধ্যাপনা সামপ্তির পর অনেকে অলস হইয়া পড়েন এটি নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়, কিন্তু ইহার অভাবটি তাহারা অনুভব করেন না কেন? অভাব অনুভূত হইলে তাহার প্রতিকার এত দিন নিশ্চয় হইত। বোধ হয় কলেজ উত্তীর্ণ যুবক গণ ইহার অভাব বোধ করেন না এবং তাহার কারণ অপরিসুক্ত শিক্ষা প্রণালী। এদেশের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার যত্ন যাহা আছে তাহা মেডিকেল ছাত্রগণের মধ্যে। তাহার কারণ মেডিকেল সায়েন্স দিন দিন উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ ব্যবসায়ী গণের বিদ্যাচর্চা না রাখিলে চলেনা। এ সম্বন্ধে উকীল গণের ও স্বীয় ব্যবসায় চালাইন নিমিত্ত কতক পড়ার আবশ্যক, কিন্তু এউত্তম ব্যবসাটি ইংরাজেরা অধিক অধ্যাপন করে।

স্বভাবত হীনবল ও বিদ্যাচর্চার সুযোগ নাই বলিয়া বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে ভারতবর্ষীয় যুবক গণ বিদ্যাচর্চ্চা অকালে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু তাহার আর একটী বিশিষ্ট কারণ আছে॥ ইংরাজ ও বাঙ্গালির ঐহিক উন্নতির সীমা অনেক বিভিন্ন। একজন এদেশীয় যুবকের কপাল যদি বড় ভাল হয় তবে তিনি না হয় ঘাসকাল কোর্টের জজ হইবেন কিন্তু ইংলণ্ডীয় যুবকেরা স্বদেশে পার্লিয়ামেন্টের সভ্য হইয়া দেশে রাজ্য করিতেও পারেন এবং এদেশের উচ্চতম পদ গবর্নর জিনরেল হওয়া পর্য্যন্ত আপনার উন্নতির লক্ষ্য রাখিতে পারেন। এদেশীয় যুবক গণের উন্নতির সীমা হাইকোর্টের নিকট এবং কালেজে তাহারা যত শিক্ষা করেন, তাহা দ্বারাই অনায়াসে স্বীয় উন্নতির অভিলষিত পদে আরুঢ় হইতে পারেন কিন্তু ইংলণ্ডীয় যুবক গণের পদে২ সংগ্রাম করিয়া এবং এইরূপ অসংখ্য সংগ্রামে জয় ও যশলাভ করিলে শেষে উচ্চতম পদে আরোহণ করিতে হয়, সুতরাং দুইজনের জীবন যাত্রা সমপূর্ণ রূপে বিভিন্ন হইয়া পড়ে ইহারা যখন কালেজে একেত্রিত হইয়া পড়েন তখন বাঙ্গালিরা প্রায় জয় লাভ করেন। তাহার কারণ তখন উভয়ের লক্ষ্য একটী ও তাহা সমান দূরে ও সমান যত্নের অধীনে অবস্থিতি করে।

অতএব আপনারা যখন ইংলণ্ডীয় যুবক গণের সঙ্গে তুলনা করিয়া এদেশীয় যুবক গণকে গালি দেন, তখন এবিষয়টী স্মরণ রাখিবেন॥ পত্র খানি ক্রমে বড় হইয়া পড়িয়াছে যাহা হউক যদি আপত্তি না থাকে তবে মুদ্রিত করিলে বাধিত হইব।

ব, নকবন্ধু॥

হাইকোর্টের নজীর।

মালসংক্রান্ত।

—যে স্থলে কোন পত্তনী তালুকের খরিদ্দার জমীদারের চিঠাতে আপনার নাম রেজিষ্টরি করায় নাই, সে স্থলে যে তৃতীয় পক্ষ সেই খরিদ্দারের দায়ার নিকট নিজ সম্বোন্দ্বব করণের কথা কহিয়া দাবি করে, সে ব্যক্তির সেই রূপ রেজিষ্টরি না থাকা প্রযুক্ত নিজ প্রজা-স্বরূপে সেই খরিদ্দারকে গাঁথাইতে কোন অধিকার নাই। ১২ উঃ রিঃ ১৬১ পৃষ্ঠা।

—বাদী কি প্রতিবাদীর তরফে কেহ হাজির না হওয়া প্রযুক্ত ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪৫ ধারা ক্রমে প্রথম আদালত মোকদ্দমা নম্বর খারিজ করিলে অধঃস্থ আপীল-আদালত ৫৮ ধারা ক্রমে আপীলের পক্ষে বাধা হয় বিবেচনা করিলেন।

অবধারিত হইল যে, প্রথম আদালত ভুল ক্রমে ৫২ ধারা উল্লেখ করিলেন, কেন না ৬৮ ধারাতে তাঁহার গৃহীত মোকদ্দমার ভাব মোকদ্দমার হুকুমের প্রতি খাটিবে। আর যখন কোন তরফের লোক হাজির ছিল না বলিয়া তর্ক করা হইল, অথচ বাদী আম-মোক্তার দ্বারা হাজির থাকে, তখন প্রথম আদালতে পরারতমকু হেউ আপীল চলে, এবং এই আপীল অধঃস্থ আপীল আদালত গ্রহন করিতে এলাকা রাখিবেন। ১২ উঃ রিঃ ১৬৯ পৃষ্ঠা।

—ভূমির সীমানদ্দি করা সম্বন্ধে থাক সংক্রান্ত বিভাগে কৃত কোন অভিযোগ ডেপুটী কালেক্টর সেই বিষয়ে কোন তদন্ত নিজে না করিয়া এক আমীন কর্ত্তৃক সরেজমীন তদন্তের হুকুম করিলেন এবং সেই আমীনের কি বাদী করে আমানৎ নাই বলিয়া সেই মোকদ্দমা নম্বর খারিজ করিলেন।

এ স্থলে অবধারিত হইল যে, সেই ডেপুটী কালেক্টরের হুকুমকে ফয়সলা বলা যায় না, সুতরাং নালিশের হেতু হইতে পারিবে না। ১২ উঃ রি ১৭৪ পৃষ্ঠা।

—ক-র জমিদারীর মধ্য-স্থিত খ-র জোতের অন্তর্গত কোন কোর্ফা হক বাদী রাখে এবং খ-র নিকট হইতে বরাৎ পাইয়া জমীদার ক-র নিকট খ-র যে খাজানা বাকি থাকে তাহা সেই ক-কে দেয়। পরিশেষে ক সেই টাকা দেওয়ার কথা না মানিয়া আলাহিদা যে এক নালিশ দ্বার খ-র নিকট হইতে সেই খাজানা আদায় করিয়া লইল তাহাতে টাকা দেওয়ার কথা আসলে ইথাপিত হয় নাই। শেষোক্ত ব্যক্তি পুনরায় ডেপুটী কালেক্টরের আদালতে আলাহিদা এক নালিশ

দ্বারা বাদীর নিকট হইতে সেই খাজানা আদায় করে।

অবধারিত হইল যে, জমীদার প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে এক নালিশ রক্ষা পাইতে পারে না।

অবধারিত হইল যে, ব-র পাওনাটি দ-র পাওনার বিরুদ্ধে উত্থান খরচা ধরিতে বাদীকে কোন ক্ষমতা দেওয়া না হওয়ায় সেই খাজানার তুল্য টাকা ব-র নিকট বাদীর পাওনা থাকে কি না ইহার বিচার করিতে কালেক্টরের কোন ক্ষমতা নাই। এবং ব-র প্রার্থনা মতে ব-র ব্যবহারার্থে বাদী টাকা দিয়াছিল কি না সে বিষয়ের বিচার করিতে, এবং যদি দিয়া থাকে তবে বাদীকে এক ডিক্রী দিতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের এলাকা থাকিল। ১২ উঃ রিঃ ১৯০ পৃষ্ঠা।

—ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৭২ ধারানুসারে অভিযোগ কারীর মামলা শেষ হইলে নিজ সাক্ষিগণকে হাজির করাইতে অপরাধিত ব্যক্তিকে বলা যাইবে এবং সেই স্থলে সেখান আদালতের কর্ত্তব্য এই যে, সাফাইর সাক্ষী কোন২ ব্যক্তিকে সে ব্যক্তি সাক্ষিতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে সেই আদালত নির্ণয় করিবেন। ১২ উঃ রিঃ ২২ পৃষ্ঠা

—অপরাধিত ব্যক্তির দুই এজাহারের মধ্যে কোনটি মিথ্যা, এবিষয়ে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২২১ ধারা মতে সন্দেহ হইলে কি প্রকারে অভিযোগ করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দেন। ১২ উঃ রিঃ ৭৩ পৃষ্ঠা।

—দণ্ডবিধি আইনের ১৭৭ ধারা কোন পুলিস কর্ম্মচারী দ্বারা জোবানবন্দি হওন কালে যে কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহে তাহার স্থলে খাটে না। কিন্তু যে স্থলে আইন মতে জমিদারগণ কিম্বা গ্রাম-চৌকিদারান সম্বাদ দিতে আবদ্ধ থাকে, সেইং স্থলেও তদনুরূপ অন্যান্য স্থলে খাটে উঃ রিঃ ২৩ পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞাপন।

আগামি আপ্রিল মাসের প্রাক কালে বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের ন্যূনাধিক চৌদ্দটি হস্তী ঢাকায় বিক্রয় হইবে। দিন নিরূপণ হইলে পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে। ঐ সকল হস্তি জন্ত পর্ব্ব ও সচারাচর কর্ম্মে লাগিবার মত উচ্চ এবং অতি উপযুক্ত।

কর্ম্মখালী।

পিরোজপুর ইংরেজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ২য় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে মাসিক বেতন ২০ টাকা। যাঁহারা এল, এ পরিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের আবেদনই বিশেষ আদরনীয়।

পিরোজপুর ইংরেজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের পদ শূন্য আছে মাসিক বেতন ১৫ টাকা যাঁহারা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সংস্কৃতে বিশেষ দক্ষ তাঁহাদের আবেদনই বিশেষ আদরনীয়।

নাগের হাট ইংরেজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের পদ শূন্য আছে মাসিক বেতন ১৭ টাকা যাঁহারা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের আবেদনই বিশেষ আদরনীয়।

কর্ম্ম প্রার্থীগণ ২০শে মার্চ্চের মধ্যে আমার নিকট আবেদন পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীকালী প্রসন্ন সরকার
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট
বাগেরহাট

জেলা যশোহরের অন্তর্গত হরিশংকর পুর মিডল ক্লাস ইংলিশ স্কূলের নিমিত্ত একজন হেড মাষ্টারের প্রয়োজন॥ বেতন ২৫ টাকা॥ মাগুরা থানার অন্তর্গত সিঙ্গা হরিপড়া মিডল স্কূলের নিমিত্ত একজন হেড মাষ্টার আবশ্যক॥ বেতন ২৫ টাকা

পারীমোহন সেন
স্কূল সমূহের ডেঃ ইনস্পেক্টর
মাগুরা

সংকলিত॥

সাত গাছিয়া মিড়ল ক্লাস ইংলিস স্কূলের নিমিত্ত একজন দ্বিতীয় শিক্ষকের আবশ্যক বেতন আপতত ১৮॥ ২০ টাকা হইবার সম্ভাব আছে॥ বাবু শ্রীপতি বন্দোপাধ্যায়, ইনসোরা, পাণ্ডুয়া, এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

দিনাজ পূরের অন্তর্গত সতী ঘাটা উদয়পূর ধনতলা ও পাড়ূয়া স্কূল গুলির নিমিত্ত শিক্ষক আবশ্যক॥ যাহারা নর্ম্মাল স্কূলের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদেরই আবেদন আদরণীয় বাবুদ্বারকা নাথ দত্ত ডেপুটি ইনস্পেক্টর দিনাজ পূর এই ঠিকানায় আবেদন পাঠাইতে হইবে।

আমরা প্রচীন বাঙ্গলা কবি দিগের গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। বিষয়টী বহুব্যয় সাধ্য, কিন্তু দেশের মহৎ উপকারী। সংপ্রতি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সটিক, ও সমালোচনা সহ প্রকাশিত হইবে মূল্য স্বাক্ষর কারীদের প্রতি ১ টাকা অন্যূন ২০০ গ্রাহক হইলেই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইবে। গ্রহণেচ্ছা গণ নিম্ন স্বাক্ষরীর নিকট লিখিয়া জানাইবেন।

যশোহর } শ্রীজগবন্ধু ভদ্র শ্রীরামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় যশোহর স্কূল।

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৫৮ নং বাটী, পটুয়াটোলা, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু চন্দ্র নারায়ন ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গা মোহন দাস, উকিল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারামূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কিম্বা ইনসাফসয়েণ্ট পত্রাদি আমরা গ্রহণ করিনা।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষান্মাসিক	৩	১৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	

বিনা অগ্রিম

বার্ষিক ৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষান্মাসিক ৪৸০		১॥
ত্রৈমাসিক ৩		৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতিপংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৶
চতুর্থ ও ততোধিকবার	

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীতও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু, মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৷০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। কেহ নগদ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
যশোহর অমৃত বাজার

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্পদংশন চিকিৎসা। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ এখানেআছে। স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য। আনা। ডাকমাশুল ৵ আনা। গ্রহণাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবে।

অমৃতবাজার } শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
নেটিব ডাক্তার

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত... প্রতি বৃহস্পতি... দ্বারা প্রকাশিত হয়।